ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 231-237
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.200

ভেষজ চিকিৎসায় পশ্চিম মেদিনীপুরের একটি গ্রাম কর্ণগড়ের একটি সমীক্ষা

অনন্যা মুখার্জ্জী, *সহশিক্ষিকা, ইতিহাস, খড়গপুর অতুলমণি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 11.09.2025; Accepted: 23.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the era of scientific advancement, in Karnagarh, a remote village in West Midnapore, diseases are cured through traditional herbal medicine. It's done by utilizing the properties of various herbs and plants. The people of this village put faith in their local herbalist. The purpose of my research work is to analyse the extent of effectiveness these herbal medicines are capable of delivering hence curing said diseases of the people and how they trust the herbalist.

Keywords: Karnagarh, Traditional herbal medicine, Herbs, Curing diseases, Herbalist

ভেষজ চিকিৎসা হলো প্রকৃতপক্ষে উদ্ভিদ অর্থাৎ উদ্ভিজ বস্তুজাত দ্রব্যকে পথ্য বা নির্যাস হিসেবে গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তির চিকিৎসা সাধন। আদিম মানুষ পশুর আক্রমণের ক্ষত হলেও বাপ প্রাকৃতিক কারণে অসুস্থ হলেও পরিবেশ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নিজেদের সুস্থ করে তুলতো। বংশ পরম্পরায় তাদের উদ্ভিজ জ্ঞান তারা পরবর্তী প্রজন্মকে দান করে থাকে। অতএব বৈদিক আমলেও পথ্য ব্যবহারে খল- নুড়ির সন্ধান পাওয়া যায়। বানভট্টের লেখা হর্ষচরিতম্ গ্রন্থে পুষ্যভূতিবংশের থানেশ্বর রাজ প্রভাকর বর্ধনের চিকিৎসা কার্যে ভেষজ ব্যবহারের সন্ধান পাওয়া যায়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকার চরক সংহিতা গ্রন্থে বিভিন্ন ভেষজের ব্যবহার জানা যায়। ভেষজ উদ্ভিদের ছাল ডাল পাতা ফল মূল কখনো ফুটিয়ে সেদ্ধ করে কখনো রোদে শুকনো করে কখনো পিষে রস করে কখনো শরবত করে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নিয়মে এবং বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন উপায় ব্যবহার করা হয়। সর্দি কাশি পেটের সমস্যা চর্মরোগ যকৃতের সমস্যা ক্ষতের সমস্যা কাটা পোড়া প্রভৃতি দুটো নিরাময়ে ভেষজ চিকিৎসা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ভেষজ চিকিৎসা বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বরং রোগ নিরাময়ের ক্ষতিকারক অ্যালোপ্যাথিক থেকে বহু গুণ উপকারী।

বর্তমান গবেষণায় পশ্চিম মেদিনীপুর একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। স্বাধীনতা সংগ্রামে জ্বলন্ত অঙ্গারে পরিণত হওয়া স্থান মেদিনীপুর। মেদিনীপুর সদরের ১০কি.মি. দূরবর্তী স্থানে শালবনী ব্লকের একটি গ্রাম কর্নগড়। বর্ধিষ্ণু গ্রামের অধিবাসীরা বেশিরভাগ আদিবাসী এবং বর্তমানে কৃষিকাজের সাথে যুক্ত। বেশির ভাগ বাড়ি মাটির তৈরী। একতল, দ্বিতল, কখনও ত্রিতল বাড়ি আভিজাত্যের প্রমাণ বহন করে। খড়, টিন দ্বারা আচ্ছাদিত, মাটি দ্বারা লেপা-মোছা। প্রতিটি গৃহে গৃহপালিত পশুর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বেড়া দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং বেড়ার ধারে আনাজের বাগান পরিলক্ষিত হয়। এই কর্ণগড় গ্রামেই হঠাৎ করে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। একাশি বছর বয়সী তপন বন্দ্যোপাধ্যায় জাতিতে ব্রাহ্মণ ও পেশায় পুরোহিত। পূজার সাথে সাথে পিতার কাছ থেকে তিনি অসামান্য গুণের অধিকার লাভ করেছেন। তিনি বিভিন্ন রোগের লক্ষণ দেখে রোগ নির্নয় করতে পারেন এবং তিনি বিভিন্ন মূল, পাতা, ফল প্রভৃতি নিয়ম করে প্রয়োগ করে রোগ নিরাময় করে থাকেন।

গবেষণা পদ্ধতি ও এলাকা নির্বাচন: পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গবেষণা কাজটি সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের ১০ কি.মি. দূরবর্তী শালবনী ব্লকের অন্তর্গত কর্ণগড় গ্রামটি আমার গবেষণার কেন্দ্রীয় অঞ্চল।

পূর্ববর্তী গবেষণাপত্রের পর্যালোচনা: Kumar, Rawat, Nagar, Kumar Pala, Bhat, Kunwar(2021) এর গবেষণা পত্রিকার মতে ধারাবাহিকভাবে বংশ পরম্পরায় ব্যবহৃত হওয়া ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার পরবর্তী প্রজন্ম বর্তমানে ভুলতে বসেছে কেবলমাত্র হিমালয়ের কিছু প্রত্যন্ত এলাকার আদিবাসীরা এখনো ধারাবাহিকভাবে ভেষজ চিকিৎসায় চিকিৎসা করে চলেছে।

Mandal, Adhikari, Chakraborty, Roy, Saha, Barman, Saha (2020) আলিপুরদুয়ারের ৪৫টি পরিবার ৩৮ রকম বিভিন্ন রোগের উপর সাঁওতাল কবিরাজের চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা পত্রিকাটি চালান। বর্তমানে বহু আধুনিক ওষুধ ওই সব ভেষজের প্রভাবে তৈরি।

Pal, Jain (1989) গবেষণাপত্রে মেদিনীপুরের ১৯৭৭ এবং ১৯৮২ মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করে কিভাবে লোধা সম্প্রদায় ভেষজ উদ্ভিদ চিকিৎসায় ব্যবহার করে তার সাথে ওরাং ও সাঁওতাল সম্প্রদায় এর তুলনামূলক ভেষজ ব্যবহার এর আলোচনা করা।

Ghosh, Sarkhel (2013) মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার ১৯ টি পরিবারের ২২ ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

Mandal, Sau, Das, Karmakar (2025) পত্রিকায় বলেছেন, জঙ্গলমহলে আদিবাসী মহিলাদের ভেষজ উদ্ভিদ সংক্রান্ত জ্ঞান থাকলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রভাবে তা চাপা পড়ে থাকে। কিন্তু গৃহাদি চিকিৎসা কর্মে নারীরা তাদের সেই ভেষজ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে।

Bodding (2017) স্বনামধন্য লেখক ভেষজ উদ্ভিদ বিদ্যার ক্ষেত্রে তার গবেষণাপত্র অনুসারে সাঁওতালদের ভেষজ ওষুধের ব্যবহারের কার্যাবলী অনুসন্ধান করেন। বিভিন্ন এলাকায় পরিভ্রমণ করেন এবং ইউরোপের বর্তমানে ভেষজ উদ্ভিদ আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা কিভাবে নির্যাস আকারে নব রূপে ব্যবহৃত হয় তার একটি রূপরেখা তার গবেষণা পত্রে চিত্রন করে দিয়ে যান।

পূর্ববতী গবেষণা কাজের অসম্পূর্ণতা: সাঁওতাল প্রবণ অঞ্চল, হিমালয় অঞ্চল প্রভৃতি বিশেষ কিছু অঞ্চলের উপর গবেষণাকার্য সম্পন্ন হলেও আধুনিক মানসিকতা এবং আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যায় বিশ্বাসী মানুষেরা নিজেরাই ভেষজ চিকিৎসার প্রতি আস্থাশীল নয় তাই এই বিষয় আদিবাসী অঞ্চলের উপরই কেবলমাত্র গবেষণা কার্য সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু সমগ্র বাংলা তথা ভারতের মধ্যবিত্ত ব্যাপক মানুষের কিয়দাংশ এখনো ভেষজ চিকিৎসা তাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু সে বিষয়ে গবেষকগণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নীরব থেকেছেন।

বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা: কর্ণগড় গ্রামের প্রবীণ নিবাসী (৮১বছর বয়সী) তপন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দীর্ঘদিন গ্রামের বাসিন্দা। ঘরের সামনের বারান্দায় গ্রামের লোকেদের তথা রোগে আক্রান্তদের আগমন ঘটে। তিনি খাটিয়াতে বসে সবার মন্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনে তাদের রোগ নিরাময়ের প্রতিকার দেন। তার পুত্র জমির কাজ ও গোয়ালের কাজ করে। নাতনি পাশের বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। ঘরের পিছনে প্রয়োজনীয় গাছ-গাছালির একটি বাগান আছে। ভেষজ চিকিৎসার দিকে নাতনির আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। দাদুর অনুপস্থিতিতে অনেক সময় সেও দাদুর দেখানো ভেষজ পথ্য রোগীকে দিয়ে থাকে।

ভেষজ চিকিৎসা ভারতে আজকের চিকিৎসা নয়। প্রাচীনকাল থেকে ভারত আয়ুর্বেদ জগৎ খ্যাত ছিল। চরকের লেখা 'চরক সংহিতা' আয়ুর্বেদের এক অনন্য গ্রন্থ। বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক শুশ্রুতের লেখা 'শুশ্রুত সংহিতা' শল্য চিকিৎসার অনবদ্য গ্রন্থ বিশেষ। 'চরক সংহিতা' থেকে বিভিন্ন গাছ-গাছালির গুণ বিশেষ জানা সম্ভব হয়। বিভিন্ন গাছের বিভিন্ন অংশ যেমন- ছাল, শিকড়, ফুল, ফল, পাতা, কাণ্ড ব্যবহার করে বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। প্রাচীন ভারতে এই ভাবেই আয়ুর্বেদ চর্চা ও কবিরাজী চিকিৎসা ব্যবস্থা এক নব দিগন্তের উন্মেষ ঘটায়।

ভারতে মুসলমান আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইউনানী চিকিৎসার সূত্রপাত হয়, ভেষজ ও ইউনানী দুই চিকিৎসা ব্যবস্থা একই সাথে সমান্তরাল ভাবে চলতে থাকে। ইউরোপীয় আগমনে বিশেষতঃ ব্রিটিশদের আগমনে ভারতের আবহাওয়া

তারা সহ্য করতে পারল না। এদিকে ভারতে প্রচলিত ভেষজ ও ইউনানী চিকিৎসার প্রতি তাদের আস্থা ছিল না। ইউরোপীয়রা তখন প্রতিকার মূলক প্রতিষেধক আবিষ্কারের উপর জোর দেয় এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে গবেষণা কার্যকে উৎসাহিত করে। ফলে ভারতে ট্রপিকাল মেডিসিন চর্চা শুরু হয়। তারপর দ্রুত গতিতে চিকিৎসা পদ্ধতি হিসাবে এ্যালোপ্যাথি এর চর্চা শুরু হয়ে যায়। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা এ্যালোপ্যাথি গ্রাস করে নেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়! এ্যালোপ্যাথি ওষুধের পরবর্তীকালে বিভিন্ন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কথা শোনা যেতে থাকে। ফলে প্রাচীন সনাতন ভেষজ চিকিৎসার প্রতি মানুষ আবার আস্থাশীল হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ গ্রাম্য এলাকা এখানে কর্ণগড়ের মানুষ ভেষজ চিকিৎসার প্রতি দীর্ঘদিন আস্থা রাখেন।

তপন বাবু গ্রামের মানুষের একমাত্র ভরসা। গ্রামে বসবাসকারী বিভিন্ন নর-নারী বিভিন্ন রোগের লক্ষণ নিয়ে তার কাছে এসে থাকেন। তাদের কারো ঠান্ডা লেগেছে, কেউ রক্তাল্পতার শিকার, কেউ বদহজমে পীড়িত। গ্রামের মানুষের তার উপর অগাধ বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের মর্যাদাও তিনি দিয়ে থাকেন তাদের যথাযথ ভেষজ প্রয়োগ করে।

এমনকি তার একমাত্র নাতনিও কোন রকম শারিরীক সমস্যায় দাদুর কাছ থেকেই ভেষজ গ্রহণ করে, এবং নাতনির বক্তব্য অনুসারে খুব কম সময়ের মধ্যেই রোগের উপশম হয়।

বিভিন্ন রোগ ও লক্ষণ অনুসারে তপন বাবু বিভিন্ন ভেষজ দিয়ে থাকেন-

লজ্জাবতী: লিউকোমিয়া হলে বা কিডনির সমস্যা দেখা দিলে তপনবাবু লজ্জাবতীর পাতা ব্যবহারের পরামর্শ দেন। লজ্জাবতীর মূল মাড়ি সমস্যার প্রতিকারে ব্যবহৃত হয়।

আপাং: বদহজম, গ্যাস, অম্বলে দীর্ঘদিন ভুগলে আপাং এর একটি টুকরো সকালে প্রত্যহ বেলপাতা দিয়ে শরবৎ করে খাওয়ার উপদেশ দেন। তৎসহ বিকালে ধনে খাওয়ার উপদেশ দেন। এইরূপে ১৫ দিন চললে গ্যসাদি সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

লাল বাসব: পুরাতন কফ, সর্দি, কাশিতে গোলমরিচ দিয়ে লাল বাসবের রস চায়ের মতো গরম করে একটি কাপ খেলেই উপকার পাওয়া যায়।

দইপাতা: ছয়টি দইপাতা এবং একটি আপাং শিকড় কেটে খেলে নার্ভের রোগ, ধাতুক্ষয় রোধ করা সম্ভব।

থানকুনি: থানকুনি পাতা পেটের রোগ, আমাশয়ের জন্যে উপকার পাওয়া যায়।

কুলেখাঁড়া: রক্তে হিমোগ্লোবিনের অভাব পূরণের জন্য কুলেখাঁড়া পাতা ব্যবহারের প্রস্তাব দেন।

তুলসীপাতা: প্রত্যহ মধু দিয়ে তুলসী পাতার সেবন করলে ঠাণ্ডার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে।

হলুদ: কাটা বা পোড়া বা ফোলাতে হলুদের ব্যবহার উপকার দেয়। ফোলাতে চুন ও হলুদ গরম করে দিলে ফলা কমে। শরীরের ব্যথা কমাতে দুধে হালকা হলুদের ব্যবহার অতীব ভাল।

কালমেঘ: এটা কৃমি হলে তা দূর করার জন্য কালমেঘ পাতার রস গ্রহণ করতে পরামর্শ দিতেন তপন বাবু। সকালবেলা খালি পেটে কালমেঘ পাতা বেটে তার রস দুচামচ গ্রহণ করার তিনদিন আবশ্যক।

চিরতা: চিরতা রাতে ভিজিয়ে সকালে উঠে সেই জল পান করলে পিত্ত নাশ হয় বলে তপন বাবু পরামর্শ দান করেন।

নিম: একাধিক ভাবে নিমের ব্যবহারের কথা তপন বাবু বলেছেন নিমের পাতা ভেজে ভাতের পাতে খেলে ডায়াবেটিস কমে যায়। নিমপাতা ফুটানো জলে স্নান করলে চর্মরোগ নাশ হয়। নিম পাতার বাতাস এবং ছোঁয়া হাম এবং বসন্তের সময় উপকারে লাগে। রক্ত শুদ্ধ করতেও তেতো হিসেবে নিম উপকারী। নিম গাছের ডাল দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁত পরিষ্কার এবং শক্ত হয়।

ধনে: রাতের বেলা শোয়ার আগে কাঁচা ধনে খেলে খাবার হজমের সুবিধা হয়।

জোয়ান: জোয়ানের সাথে বিট নুন মিশিয়ে খেলে খাবার পরিপাক ভালো হয়।

আদা: আদার রস সকালবেলা খেলে ঠান্ডা লাগে না। এছাড়াও হজমে আদা উপকারী। আদার সাথে মধু মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায় বলে তপন বাবু বিধান দিয়েছেন।

খুব বেশি ঠান্ডা লাগবে বিশেষত করোনার সময় তপনবাবু পরামর্শ দিতেন আদা গোলমরিচ লবঙ্গ তেজপাতা ধনে জোয়ান চায়ের পাতা দারচিনি মিশিয়ে গরম এক পানীয় তৈরি করে দুই বেলা পান করতে। ঠান্ডা লাগলেও যেমন এটা

পান করা যায় তেমনি ঠান্ডা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রতিকার হিসেবে এটিকে গ্রহণ করলে পরবর্তীকালে আর করোনার মত ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঠেকানো সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। সকালে পূজা সারার পর তিনি চিকিৎসা করতে বসেন। দুপুর বেলার খাওয়া পর্যন্ত এবং রাত্রিকালে নিয়ম করে রোগী দেখেন। যে সকল রোগী তার ঘর পর্যন্ত আসতে পারেন না, একটি দ্বি চক্রযান ব্যবহার করে তাদের বাড়িতে গিয়ে তিনি রোগী দেখে আসেন। গ্রামবাসীদের থেকে তিনি জোর করে কিছু আদায় করেন না। গ্রামবাসীরা ভালোবেসে তাকে যে টুকু দেয় তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি যেভাবে গ্রামবাসীদের স্নেহ করেন, গ্রামবাসীরাও তার প্রতি অগাধ বিশ্বাস রাখে। কর্ণগড়ে ভেষজ চিকিৎসা, ভেষজ বিদ্যার গুণাগুণ, ভেষজ উদ্ভিদ ও গ্রাম্য মানুষের অগাধ সরল বিশ্বাস দেখে মন ভরে গেল। শুধু বিশ্বাস নয়, তাদের কথা শুনে বোঝাও গেল এই ভেষজ চিকিৎসায় তারা কতটা উপকৃত হচ্ছে।

নিম্নলিখিত ভেষজ উদ্ভিদের কার্যাবলী ক্রমান্বয়ে দেওয়া হলো —

ভেষজ উদ্ভিদ	বিজ্ঞানসম্মত নাম	বংশ	ব্যবহার	ব্যবহারগত অংশ
লজ্জাবতী	Mimosa pudica	Fabaceae	লিউকোমিয়া বা কিডনী, মাড়ি	পাতা, মূল
আপাং	Achyranthes aspera	Amaranthaceae	গ্যাস, অম্বল, বদ হজম	মূল
লাল বাসব	Justicia adhatoda	Acanthaceae	কফ, সর্দি, কাশি	পাতা
দই পাতা	Justicia adhatoda	Acanthaceae	নার্ভের রোগ	পাতা
থানকুনি	Centella asiatica	Apiaceae	পেটের রোগ,আমাশয়	পাতা
কুলেখাঁড়া	Hygrophila auriculata	Acauthaceae	রক্তে হিমোগ্লবিন বৃদ্ধি	পাতা
তুলসিপাতা	Ocimum tenuiflorum	Lamiaceae	ঠাণ্ডা থেকে মুক্তি দেয়	পাতা
হলুদ	Curcuma aromatica	Zingiberaceae	কাটা, ফোলা,ব্যথা, যকৃতের প্রদাহ, চর্ম রোগ	মূল
জবা	Hibiscusrosa-sinensis	Malva ceae	আমাশয়, পেটের গোলযোগ	পাতা
গাঁদা	Tagetes	Astera ceae	রক্তপাত বন্ধ করে	পাতা
পেয়ারা	Psidiumguajava	Myrta ceae	দাঁতের রোগ কমে	পাতা
নিম	Azadirachta indica	Melia ceae	চর্মরোগ দাঁতের সমস্যা দূর করে	পাতা ডাল
ব্রাহ্মী	Bacopanonnieri	Planta ginaceae	স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি করে	পাতা
জোয়ান	Trachyspermummammi	Apiaceae	বদহজমে ব্যবহার হয়	বীজ
মৌড়ী	Foeniculum vulgare	Apiaceae	পেট ঠাণ্ডা করে	বীজ
জাম	Syzygiumcumini	Myrtaceae	পেটের সমস্যা	পাতা

মোট দিন সংখ্যা:৫
১নং পরিসংখ্যান

দিন	স্ত্রী(%)	পুং(%)	শি:(%)	সর্দি,কাশি(%)	পেটের সমস্যা (%)	অন্যান্য সমস্যা(%)
১ম	৪(৪০%)	২(২০%)	৪(৪০%)	২(২০%)	৬(৬০%)	২(২০%)
২য়	৩(৩০%)	৩(৩০%)	৪(৪০%)	৩(৩০%)	৫(৫০%)	২(২০%)
৩য়	২(২০%)	২(২০%)	৬(৬০%)	২(২০%)	৪(৪০%)	৪(৪০%)
৪র্থ	৩(৩০%)	২(২০%)	৫(৫০%)	৩(৩০%)	৩(৩০%)	৪(৪০%)
৫ম	৪(৪০%)	১(১০%)	৫(৫০%)	৪(৪০%)	৪(৪০%)	২(২০%)

২ নং পরিসংখ্যান: পাঁচ দিনব্যাপী তপনবাবুর কাছে আগত রোগীদের সুস্থ হওয়ার পরিসংখ্যানর তালিকা

প্রথম দিন চার জন মহিলা দুজন পুরুষ চারজন শিশু তাদের মধ্যে দুজনের সর্দি কাশি ছয়জনের পেটের সমস্যা এবং দুজনের অন্যান্য সমস্যা জন্য তপন বাবুর কাছে আসা। দ্বিতীয় দিন তিনজন স্ত্রী তিন জন পুরুষ আর চারজন শিশু তার মধ্যে তিনজন সর্দি কাশি পাঁচজন পেটের সমস্যা এবং অন্যান্য সমস্যা দু'জন এসেছে। তৃতীয় দিন দুজন স্ত্রীলোক দুজন পুরুষ ছজন শিশু তার মধ্যে দুজন সর্দি কাশিতে চারজন পেটের সমস্যা চারজন অন্যান্য সমস্যায়। চতুর্থ দিন তিনজন স্ত্রীলোক দুজন পুরুষ পাঁচজন শিশু তার মধ্যে তিনজন সর্দি কাশিতে তিনজন পেটের সমস্যা চারজন অন্যান্য সমস্যা। পঞ্চম দিন চারজন স্ত্রী একজন পুরুষ এবং পাঁচজন শিশু। তার মধ্যে চারজন সর্দি কাশিতে চারজন পেটের সমস্যা এবং অন্যান্য সমস্যা দুজন। উক্ত পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাচ্ছে তৃতীয় দিনে ৬ জন শিশু অর্থাৎ ৬০% শিশু সবচেয়ে বেশি শিশু রোগী তপন বাবুর কাছে এসেছে এবং প্রথম দিন পেটের রোগের সমস্যায় ছজন অর্থাৎ 60% রোগী তপনবাবুর কাছে এসেছে। পাঁচ দিনব্যাপী তপন বাবুর নিকট আগত রোগীর পরিসংখ্যান।

দিন	সর্দি কাশি (%)	ভেষজ ওষুধের প্রয়োগ(%)	পেটের সমস্যা (%)	ভেষজ ওষুধের প্রয়োগ (%)	অন্যান্য সমস্যা	ভেষজ ওষুধের প্রয়োগ (%)
১ম	২(২০%)	১(৫০%)	৬(৬০%)	৪(৬৭%)	২(২০%)	১(৫০%)
২য়	৩(৩০%)	২(৬৭%)	৫(৫০%)	৪(৪০%)	২(২০%)	১(৫০%)
৩য়	২(২০%)	১(৫০%)	৬(৬০%)	৩(৭৫%)	৪(৪০%)	৩(৭৫%)
৪র্থ	৩(৩০%)	২(৬৭%)	৩(৩০%)	২(৬৭%)	৪(৪০%)	৩(৭৫%)
৫ম	৪(৪০%)	৪(১০০%)	৪(৪০%)	৪(১০০%)	২(২০%)	১(৫০%)

৫ দিনব্যাপী ভেষজ ওষুধের প্রয়োগের ফলাফলের পরিসংখ্যান। দ্বিতীয় পরিসংখ্যানে দেখা যায় প্রথম দিনে সর্দি কাশিতে আক্রান্ত রোগী দুজন। তার মধ্যে একজন 50 শতাংশ তখন বাবুর ভেষজ প্রয়োগে সুস্থ পেটের রোগে আক্রান্ত ৬ জন তার মধ্যে চারজন ৬৭ শতাংশ ভেষজ ওষুধ প্রয়োগে সুস্থ। দ্বিতীয় দিনে সর্দি-কাশিতে আক্রান্তের সংখ্যা তিনজন এবং দুজন ৬৭ শতাংশ ভেষজ ওষুধ প্রয়োগে সুস্থ পেটের সমস্যা তে আগত পাঁচজন তারমধ্যে চারজন ৮০ শতাংশ

শ্রদ্ধেয় অন্যান্য সমস্যায় আক্রান্ত দুজন সুস্থ হয়েছে একজন পঞ্চাশ শতাংশ। তৃতীয় দিন সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত দুজন সুস্থ একজন 50 শতাংশ পেটের সমস্যা তে আক্রান্ত চারজন সুস্থ তিনজন ৭৫ শতাংশ অন্যান্য সমস্যায় আক্রান্ত চারজন তিনজন ৭৫ শতাংশ সুস্থ। চতুর্থ দিন সর্দি কাশিতে তিনজন আক্রান্ত সুস্থ দুইজন ৬৭ শতাংশ পেটের সমস্যায় তিনজন সুস্থ দুইজন ৬৭ শতাংশ অন্যান্য সমস্যায় চারজন সুস্থ তিনজন ৭৫ শতাংশ। পঞ্চম দিনে সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত চারজন সুস্থ চারজন একশ শতাংশ পেটের সমস্যায় আক্রান্ত চারজন সুস্থ চারজন ১০০ শতাংশ অন্যান্য সমস্যায় আক্রান্ত দুজন সুস্থ একজন 50 শতাংশ। উপরিউক্ত পরিসংখ্যান লক্ষ্য করলে বোঝা যায় ভেষজ ওষুধ যথেষ্ট ক্রিয়াশীল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভেষজ ওষুধ রোগের কিনারায় সাফল্য অর্জন করেছে। পঞ্চম দিনে সর্দি কাশি মোকাবেলা পেটের সমস্যা দূরীকরণে তপন বাবু প্রয়োগ করা অব্যর্থ ভেষজ ওষুধ রোগীর রোগের প্রতিবিধান করতে সক্ষম হয়েছে। এলোপ্যাথির কুপ্রভাব মুক্ত উদ্ভিদজাত ঘরোয়া টোটকা এবং ভেষজ ওষুধ কর্নগড়ের মানুষের মনে আশার আলো সঞ্চার করতে পেরেছে। এটা শুধু একটা গ্রাম নয়। বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ভেষজ ওষুধের গুনাগুনকে নিয়ে গবেষণা কার্য চালানো হচ্ছে এবং বিভিন্ন ভেষজ পদ্ধতি আধুনিক মেডিসিনে ব্যবহার করা হচ্ছে বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর জন্য। ক্যান্সারের ক্যান্সারের ন্যায় মারণ ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে এবং আরো বহু জটিল রোগের সমাধানের চেষ্টায় রক্তে হিমোগ্লোবিনের বিভিন্ন ভাইরাস থেকে মুক্তি ফোটাতে দেহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক চিকিৎসা ও ওষুধের মধ্যে ভেষজের ব্যবহারে বৃদ্ধি ঘটনার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় বিশ্বাসীদের কাছে ভেষজ চিরকালই উপেক্ষিত। হয়তো এ কারণে ভেষজ চিকিৎসা সংক্রান্ত ধারণা ক্ষীণ, বা এটাও হতে পারে ইউরোপীয়দের প্রভাবে এত বেশি সনাতনী চিকিৎসা ব্যবস্থা তুচ্ছ হয়ে গেছে। তারজন্য অজ্ঞতা অবশ্যই দায়ী। তার থেকেও বেশি দায়ী চিরন্তনী চিকিৎসার প্রতি অনাস্থা। বর্তমানে এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থায় একথা প্রমাণিত সত্য দ্রুত ফলদায়ক এ্যালোপ্যাথির শরীরের পক্ষে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হানিকর। কিন্তু এই দ্রুতগামী জীবন প্রবাহে হানিকর জেনেও এ্যালোপ্যাথি ওষুধ গ্রহণ করতে বাধ্য। যদি এমন হয় সনাতনী চিকিৎসা ব্যবস্থাকে নবরূপে নবভাবে ফিরিয়ে এনে ত্রুটিমুক্ত ভেষজ চিকিৎসাকে আবার গ্রহণ করা যায় তাহলে সত্যি মানবসমাজ উপকৃত হবে।এই গবেষণা কাজ শুধুমাত্র একটি গ্রাম কর্ণগড়ের ভেষজ চিকিৎসার অনুসন্ধানে রত হয়নি। এই গবেষণা আশা রেখেছে ভবিষ্যতে আরও বিভিন্ন অঞ্চলে বেশি সংখ্যায় ত্রুটিমুক্ত ভেষজ চিকিৎসা এ্যালোপ্যাথির সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সামিল হবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: পাঠক-পাঠিকা এবং আমার সকল শিক্ষিকা-শিক্ষককে ধন্যবাদ জানাই। আমার পথ প্রদর্শক ড. তমাল দত্ত মহাশয়ের কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে ঋণী। সবশেষে আমার পরিবার আমার পাশে না থাকলে আমার এই গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। লেখনীর যাবতীয় ত্রুটি কেবলমাত্র আমার, ত্রুটি মার্জনীয়।

তথ্যসূত্র:

1. Mandal, Aninda, Adhikary, Tamalika, Chakraborty, Debarun, Roy, Priti, Saha, Joy, Barman, Anushree, Barman, Saha, Poulami. Ethnomedicinal uses of plants by Santal Tribe of Alipurduar district, West Bengal, India. Indian Journal of Science and Technology, 2020, Vol-13, issue: 20 pp 2021-2029.
2. Pal, D.C, Jain, SK. Notes on Lodha Medicine in Midnapore District, West Bengal. India Economic Botany 1989, 43(4): 464-470.
3. Ghosh, A. Herbal folk remedies of Bankura and Medinipur districts W.B. Indian Journal of Traditional knowledge 2003, 2(4): 393-396.
4. Ghosh, R, Sarkhel, S. Ethnomedicinal practices of the tribal communities in Paschim Medinipur District West Bengal. Asian Journal of Experimental Biological Science 2013; (4): 555-560.
5. Mondal, Manishree, Sau, Arup Kumar, Das, Swastik, Karmakar, Puja. Quantitative analysis and documentation of Women's Ethnomedicinal knowledge in Western West Bengal. India Ethnobotany Research and Applications, 2025, Vol (30) pp 01-31.

দই পাতা

কুলেখাঁড়া পাতা

লাল বাসব পাতা

লজ্জাবতী মূল

আপাং শিকড়

তপনবাবুর বাড়ির বেড়ায় ভেষজ উদ্ভিদ

তপন বাবুর বাড়ির ভিতরের ভেষজ উদ্ভিদের বাগান